

শিবিরের বিশাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক চবিতে

কামরুজ্জামান বাবু, চেইনাম রায়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবির গড়ে তুলেছে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক। অন্যান্য ছাত্র সংগঠন আর্থিক সংকটে কর্মসূচি পালনে হিমশিম খেলেও শিবিরের সে ধরনের কোন সংকট নেই। নানা ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চান্দা আদায়ের মাধ্যমে তাদের বার্ষিক আয় কোটি টাকার উপরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ক্যাম্পাসে গড়ে তুলেছে অর্ধ কোটি টাকা মূল্যের তিনতলা নিজস্ব ভবন। সাংগঠনিক কাজে ব্যবহারের জন্য আছে ৮/১০টি মোটরসাইকেল। বীন

কায়মের জন্য ব্যয়তুল মালের নামে বছরভূঁড়ে চলে অর্ধ কোটি টাকার চান্দা আদায়। অবিস্বাস্য মনে হলেও এভাবেই চবি ক্যাম্পাসে কল্যাণতৈরি করেছে শিবির। ফলে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের বাধ্য তো দূরের কথা, আইন-শৃংখলা বাহিনীর সামনেও এ ক্যাম্পাসে শিবির এখনও দুর্বল। অনুসন্ধানের জন্য গেছে প্রায় তিন হুণ ধরে চবিতে শিবির তাদের এ নিষ্ক

সাম্রাজ্য বিস্তারে নিরন্তর ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দশ হাজার ছাত্রের জন্য রয়েছে ৬টি ছাত্র হল। এ হলগুলোতে মাত্র আড়াই হাজার ছাত্রের আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। এ সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও স্থানীয়রা ক্যাম্পাস এলাকায় গড়ে তুলেছে প্রায় একশ' কটেজ (মেন)। প্রত্যেক কটেজে গড়ে ৩০/৩৫টি কক্ষ প্রায় ৭০ জন ছাত্র থাকে। এ জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে কমপক্ষে ৬শ' টাকা সিন্ট ভাড়া দিতে হয়। প্রতি মাসে এসব কটেজ থেকে ভাড়া বাবদ আদায় হয় প্রায় ২০ লাখ টাকা। সে হিসাবে বছরে এসব কটেজ থেকে ভাড়া গুণে প্রায় ২ কোটি টাকা। বিশাল এ অংকের ভাড়ার টাকাই শিবিরের আর্থিক বুনিয়াদ। ক্যাম্পাসে শিবিরের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় কটেজ মালিকরা শিবিরের কাছে স্তিমি। কোন কটেজ মালিক শিবিরের অবাধ্য হওয়ার সাহস করে না। এর ফলে শিবিরের কাছে লিঙ্গ থাকে এসব কটেজগুলো। প্রত্যেক কটেজের দায়িত্বে থাকে শিবিরের ক্যাডাররা। ভাড়া আদায় থেকে কটেজের সিন্ট প্রাপ্ত

পাওয়া ও বাতিল হওয়া— সবই নির্ভর করে শিবিরের ইচ্ছার ওপর। ফলে শিবির নেতারা ছাত্রদের থেকে যে ভাড়া আদায় করে তার অর্ধেক কটেজ মালিককে পরিশোধ করে বর্ষে জানা গেছে। তাছাড়া এই কটেজগুলো শিবির টর্চার সেল হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের দমন-পীড়নে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ কটেজগুলোর ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শিবির ক্যাডাররা এগুলোতে তাদের ইচ্ছামতো কর্মকাণ্ড চালায়। ক্যাম্পাসের আশপাশে ব্যক্তিমালিকানাধীন এই কটেজগুলো

পরিচালনায়ও শিবিরের রয়েছে শক্তিশালী দুটি শাখা। কটেজ উত্তর ও দক্ষিণ শাখার সভাপতির দায়িত্বে থাকে শিবিরের দু'জন সদস্য। প্রত্যেক কটেজেও থাকে পৃথক উপ-কটেজ শাখা। এভাবেই কজায় নিয়ে কটেজগুলো থেকে শিবির প্রতিবছর প্রায় অর্ধেকটি টাকার বাণিজ্য করে। একই সঙ্গে কটেজে থাকা এসব সাধারণ ছাত্রের কাছ থেকে শিবির নিয়মিত বায়তুল মাল ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে চান্দা আদায়

করে থাকে বলে অভিযোগ সবার। চবি শিবিরের দুর্বল ঘাঁটি উত্তর ক্যাম্পাস এলাকায় রয়েছে তাদের নিজস্ব ভবন। ২০০৩ সালে উত্তর ক্যাম্পাসের আলোগল হলের পূর্ব পাশে শাহী কলোনিয়াল এলাকায় শিবির ৩০ লাখ টাকা দিয়ে একটি জায়গাসহ ভবন কিনে নেয়। তিনতলা এ পুরো ভবনটি ঘিরেই পরিচালিত হয় শিবিরের ঘাবতীয় সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও কাজ। ভবনের নিচতলায় রয়েছে আল মামুন শ্রুতি পাঠাগার ও মেন। বর্তমানে এ ভবনটির মূল্য অর্ধেকটি টাকারও বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের রয়েছে ক্যাম্পাসের বাইরে ৫টি শাখা। এগুলো হল— আমান বাজার, নতুনপাড়া, ফতেয়াবাদ, ফতেপুর ও হাটহাজারী শাখা। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির নেতারা এই এসব শাখায় দায়িত্ব পালন করেন। সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাখা পরিচালনার জন্য শিবিরের রয়েছে কমপক্ষে ৮টি মোটরসাইকেল। সবগুলোর অর্ধের যোগান দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় চবিতে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

বার্ষিক আয় কোটি টাকার উপর

চবিতে : নেটওয়ার্ক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাসে অবস্থিত ৪ শতাধিক দোকানপাট থেকে শিবির মাসিক কমপক্ষে ৩/৪ হাজার টাকা বায়তুল মালের নামে চান্দা আদায় করে বলেও জানা গেছে। তবে শিবিরকে চান্দা দেয়ার হার সর্বাধিক ছিল ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ সেশনে, শিবিরের তৎকালীন সভাপতি মেজবাহউদ্দিন আহমদ নাসিমের আমলে। তখন প্রত্যেক হোটেল মালিক পাঁচ হাজার টাকা করে বায়তুল মালে দিতে বাধ্য ছিলেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ চান্দা না দেয়ার তখন এই সভাপতির নির্দেশে শিবির ক্যাডাররা ক্যাম্পাসের দুটি হোটেল ভাঙুর করে বন্ধ করে দিয়েছিল। শিবিরের তৎকালীন সভাপতি নাসিমের বিরুদ্ধে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা বায়তুল মাল থেকে লোপাটের অভিযোগ উঠেছিল তখন। বর্তমানে সে জামায়াত-শিবিরের ন্যাবেক নেতাদের নিয়ে ঢাকায় ফ্যামিলিয়ার গ্রুপের নামে ব্যবসা করছে।